দৈনিক বাংলা

তারিখ 01 NOV 1993
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪

বইমেলা ঃ যশোর আজ থেকে উৎসবে মেতে উঠছে

শামছুর রহমান ঃ আজ থেকে যশোর শহর মেতে উঠছে। দশদিনব্যাপী বাৎসরিক উৎসবে। 'সন্ত্রাস আর চোরা-চালানের শহর নয়' —সে নিজেকে তুলে ধরবে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসাবেও। সত্যি সত্যিই এখানে সভা, সেমিনার আর প্রতিযোগিতার মধ্যদিয়ে দশদিনের বই মেলা পরিণত হয় সাংস্কৃতিক উৎসবে।

এবারও বইমেলার আয়োজন করছে যশোর ইনস্টিটিউট। সহযোগিতা করছে বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি। এই মেলায় অংশগ্রহণ করছে দেশের সকল শীর্ষস্থানীয় প্রকাশনা সংস্থা। মেলা বসবে ইনস্টিটিউট পাবলিক লাইব্রেরীর প্রাঙ্গণ মুন্সী মেহেরুল্লা ময়দানে।

বরাবর মেলার আয়োজন করা হত পাবলিক লাইব্রেরীর বিভিন্ন কক্ষজুড়ে। কিন্তু দর্শক-ক্রেতার উপচে-পড়া ভিড় লাইব্রেরীর ত্রিতল ভবনের প্রশস্ত কক্ষগুলি ধারণ করতে পারে না। তাই ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ এবার মেলার স্থান হিসাবে বেছে নিয়েছেন মুন্সী মেহেরুল্লা ময়দানকেই। বিশাল ময়দান জুড়ে সারি সারি বসানো হয়েছে বই-এর স্টল। ৩১ অক্টোবর থেকেই স্টলগুলোতে বই সাজান শুরু করেন বই বিক্রেতারা। আজ বিকালে যখন মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে তখন স্টলগুলো ভরে উঠবে বিচিত্র গ্রন্থ-সম্ভারে।

মেলার পূর্বপ্রান্ত ঘেঁষে স্থাপন করা হয়েছে বিশাল মঞ্চ। এর তিনদিকই খোলা। এই মঞ্চে প্রতিদিন অনুষ্ঠিত হবে আলোচনা সভা, সেমিনার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নাটক এবং কবিতা পাঠের আসর। এতে যোগ দেবেন দেশের বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিক-সমালোচক, নাট্যকার, শিল্পী ও শিক্ষাবিদগণ। এবার এ পর্যন্ত বইমেলার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যাঁদের উপস্থিতি নিশ্চিত হয়েছে, তাঁরা হলেন ঃ এস এম সুলতান, কবি আজিজুল হক, ডঃ হুমায়ুন আজাদ, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, খালেদা এদিব চৌধুরী, মইনুল আহসান সাবের, আলী আসগার, কবি আসাদ চৌধুরী, আমিনুল ইসলাম, মুনতাসির মামুন, কাজী শাহেদ আহমদ প্রমুখ। আরও কবি-সাহিত্যিকগণ এতে যোগ দিতে পারেন।

প্রতিদিনই এখানে বিষয়ভিত্তিক আলোচনার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বাইরের অতিথিদের পাশাপাশি ওইসব আলাচনা সভায় স্থানীয় কবি-সাহিত্যিকগণও অংশ নেবেন। যশোরের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিদিনই সঙ্গীত পরিবেশন করবে। নাটকও অনুষ্ঠিত হবে ওই মঞ্চে। কবি এবং আবৃত্তি শিল্পীরা বসাবেন কবিতা পাঠের আসর।

স্কুল ও কলেজ পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীরা প্রতিবছর এই বইমেলার জন্য অপেক্ষা করে। কারণ তাদের জন্য থাকে বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা। যেমন; কবিতা লেখা, আবৃত্তি, উপস্থিত বক্তৃতা, বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা, সঙ্গীত প্রতিযোগিতা প্রভৃতি। তাদেরকে পুরস্কৃতও করা হয়।

মেলা আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করবেন প্রখ্যাত শিল্পী এস এম সুলতান। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকার কথা আছে ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী তরিকুল ইসলামের। বইমেলা সফল করতে ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ গঠন করেছেন বিভিন্ন ধরনের উপ-কমিটি। জেলার সর্বত্র মেলা উপলক্ষে চলছে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা। ব্যানার ও ফেস্টুন দিয়ে সাজান হয়েছে শহরের বিভিন্ন সড়ক। স্থানীয় দৈনিক পত্রিকাগুলি আজ মেলা উপলক্ষে প্রকাশ করছে বিশেষ ক্রোড়পত্র।

যশোরে ১৯৯১ সাল থেকে জাতীয় ভিত্তিক মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে ধারাবাহিকভাবে। এর আগে মেলা হলেও ধারাবাহিকতা ছিল না। মেলার পরিধি এবং বিক্রি বেড়েই চলেছে। ১৯৯২ সালের বই মেলায় আশানুরূপ বিক্রি হয়। ফলে, যশোরের মেলায় অংশ নিতে বড় বড় প্রকাশনা সংস্থাগুলিও উৎসাহ প্রকাশ করে। বিগত মেলাগুলোতেও দেশের বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিকগণ অংশগ্রহণ করেছিলেন।

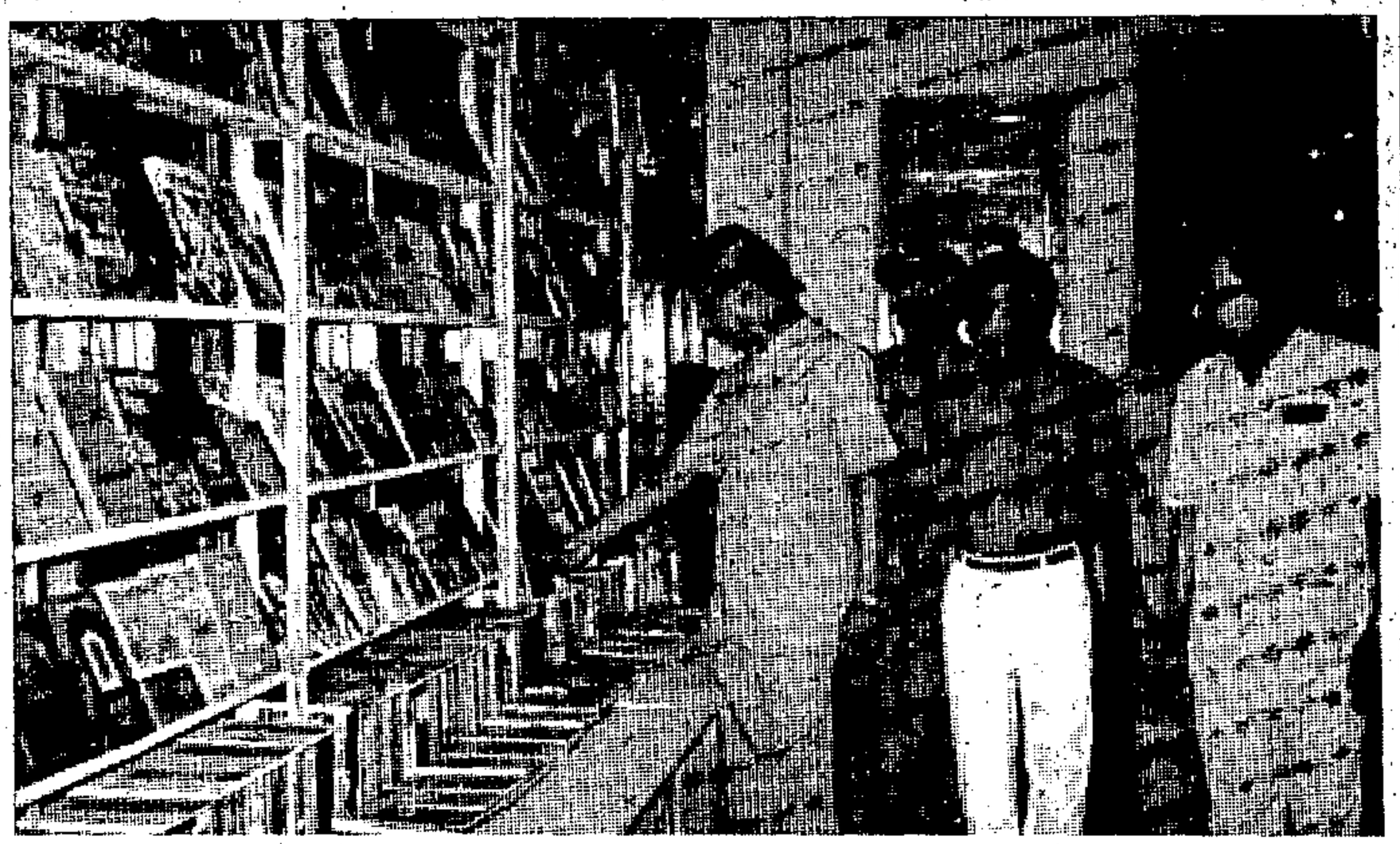

বইমেলা-'৯২-এর একটি স্টল —দৈনিক বাংলা

উদ্যোক্তাদের কাছে বইমেলা শুধু বই বিক্রির পসরা নয়। ইনস্টিটিউটের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মোহাম্মদ ইয়াকুব বলেন, জ্ঞানার্জনের প্রধান মাধ্যম গ্রন্থ। এই গ্রন্থ যত বেশী মানুষের কাছে যাবে, ততই আমাদের পশ্চাৎপদতা কমবে। তিনি আরও বলেন, গ্রন্থ এবং গ্রন্থকারকে এক সঙ্গে পাঠকদের কাছে নিয়ে আসাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। এবং ক্রমান্বয়ে এই মেলাকে একটি সাংস্কৃতিক মেলা হিসাবে তুলে ধরাও আমাদের ইচ্ছা।

যশোর শহর অনেকের কাছে 'সন্ত্রাস ও অপরাধের শহর' হিসাবে পরিচিত। এই শহরের চার লাখ অধিবাসীর কাছে এই পরিচয় লজ্জা ও দুঃখের। বইমেলাকে সফল করে তারা প্রমাণ করতে চান অস্ত্রের ঝনঝনানির মধ্যেও সুকুমারবৃত্তির চর্চায় এই শহর অহংকারকে ধারণ করতে পারে।